কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 OCT 2013
পৃ. ৩ কলাম ৬

অবশেষে উচ্চশিক্ষা কমিশন হচ্ছে

আজিজুল পারভেজ ▶

অবশেষে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠছে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন'। বর্তমান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'কে (ইউজিসি) রূপান্তর ও আরো ক্ষমতা দিয়ে এই উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ-সংক্রান্ত খসড়া আইন প্রণয়ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে কমিশনের চেয়ারম্যানকে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে উচ্চশিক্ষা কমিশন (হায়ার এডুকেশন কমিশন সংক্ষেপে এইচইসি) উঠতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক সভা সোমবারের পরিবর্তে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের বৈঠকে এটি অনুমোদন পেলে সংসদের চলতি অধিবেশনেই তা পাস হতে পারে। তবে মন্ত্রণালয়ের আমলাদের একটি অংশ এবং প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা উচ্চশিক্ষা কমিশন নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। ফলে এটি পাস হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইউজিসির বর্তমান চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় এটি এত দূর এসেছে বলে জানা গেছে।

আজ উঠছে মন্ত্রিসভায়, ইউজিসি ভেঙে গঠিত হবে এ কমিশন
বাধা দিচ্ছেন আমলারা

উচ্চশিক্ষা কমিশনের বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উচ্চশিক্ষা কমিশন এখন সময়ের দাবি। দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে কিন্তু তাতে মানসম্পন্ন শিক্ষা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন ছাড়া উপায় নেই। দেশের স্বার্থে এ কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছি।'

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পরিবর্তে এই স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, 'এইচইসি' একাধারে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা দেবে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে শৃঙ্খলা বিধান করবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, একজন চেয়ারম্যান, পাঁচজন পূর্ণকালীন ও ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে উচ্চশিক্ষা কমিশন। খণ্ডকালীন সদস্যদের মধ্যে তিনজন সচিব (শিক্ষা, পরিকল্পনা ও অর্থ), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে তিনজন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে তিনজন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিনদের মধ্য থেকে তিনজন প্রতিনিধি থাকবেন কমিশনে। তাঁদের মেয়াদ হবে দুই বছর। তবে স্থায়ী সদস্য ও চেয়ারম্যানের মেয়াদ হবে চার বছর।

প্রস্তাবিত আইনে প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিভাগীয় শহরে উচ্চশিক্ষা কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনে মামলা করার অধিকারও দেওয়া হয়েছে, যা ইউজিসির ক্ষেত্রে ছিল না। আইনে উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সব রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৭৩ সালে দেশে যখন ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন সেগুলোর আর্থিক মঞ্জুরি দেখভালের জন্য গঠিত হয়েছিল ইউজিসি। এরপর দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩৪টি পাবলিক এবং ৭৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও ইউজিসির কাঠামো ও ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটেনি। বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। অবশেষে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এখন এ-সংক্রান্ত খসড়া আইন মন্ত্রিসভায় উঠছে।

ইউজিসির সচিব ড. মো. খালেদ কালের কণ্ঠকে জানান, বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ছাড়াও প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা কমিশন রয়েছে।